দৈনিক সংবাদ

JAN. 02 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ৬ ...

এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট ২০০০

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে ব্যয়ের প্রায় সবটাই অপচয় হয়

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে সরকারি স্কুলে ব্যয় হওয়া অর্থের ৯৯ শতাংশই অপচয় হয়, আর এনজিও পরিচালিত স্কুলে অপচয় হয় ৯৪ শতাংশ অর্থ। বেসরকারি স্কুলে অপচয় আরো বেশি। গত সোমবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে গণসাক্ষরতা অভিযানের 'এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট ২০০০'-এর ওপর মতবিনিময় সভায় এই তথ্য জানানো হয়। সভায় আরো বলা হয়, ২০০০ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে পঞ্চম শ্রেণীর শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে। এমন ১৮৬টি স্কুলের ২৫০৯ জন ছাত্রছাত্রীর ওপর জাতীয়ভিত্তিক জরিপ পরিচালনা করে দেখা যায় ছাত্রছাত্রীদের অর্জিত শিক্ষার অবস্থা খুব খারাপ। ৫ বছর পড়াশোনা করে নির্ধারিত যে ৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতা ছাত্রছাত্রীদের অর্জন করার কথা তার ধারেকাছেও অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী নেই।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, দেশের ৮০ ভাগ শিশু স্কুলে যায় এবং ৭২.৭ ভাগ শিশু প্রাথমিক শিক্ষান্তর সমাপ্ত করে; কিন্তু এদের মধ্যে সব ধরনের স্কুল মিলিয়ে গড়ে মাত্র ১.৬ ভাগ শিশু সবগুলো প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন করে। বাকি ৯৮.৪ ভাগ শিশু ৫ বছরের শিক্ষাকাল সমাপ্ত করে শিক্ষা অর্জন না করেই।

সভায় আরো বলা হয়, গ্রাম ও শহরের স্কুলগুলোতে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে মান অর্জন করা স্বল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর অধিকাংশই শহরের নামকরা স্কুলগুলোর ছাত্রছাত্রী। প্রাথমিক ও গণশিক্ষার এই করুণ হালের পেছনে শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের বছরব্যাপী যে শিক্ষাদান করেন তা-নিয়মিত ফলোআপ না করাই অনেকাংশ দায়ী বলে গবেষকরা উল্লেখ করেন। পাঠদানে গৎবাধা সনাতন পদ্ধতিও এই করুণ হালের অন্যতম বড় কারণ বলেও জানান আয়োজকরা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষার অবস্থা উন্নয়নে গণসাক্ষরতা অভিযানের রিপোর্টে বেশকিছু সুপারিশ পেশ করা হয়। সুপারিশগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিক্ষা পদ্ধতিকে এমন-ভাবে ঢেলে সাজানো যাতে মুখস্থ প্রবণতার পরিবর্তে ছাত্রছাত্রীদের চিন্তা-বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন ড. মোস্তাক রেজা চৌধুরী, রাশেদা কে চৌধুরী, ড. মাহমুদুল আলম, ড. মঞ্জুর আহমেদ ও ড. খালিকুজ্জামান।